চুয়াডাঙ্গা দর্শনা ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলাসহ মোটরসাইকেল আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ৫টি মামলা ও আনুমানিক ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করেছে।

রোববার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে দুপুর অবধি দর্শনা বাসষ্ট্রান্ড মোড়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযানে ৫ টি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা ও আনমিানিক ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করে দর্শনা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মনির হোসেন ও ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মমিনুর রহমান এর নির্দেশে সার্জেন্ট নূরুল ইসলাম, টিএসআই মমিনুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স দর্শনা বাসষ্ট্রান্ড মোড়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে মোটরসাইকেলের কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় ৫ টি মামলা প্রদান করে। এ ছাড়া এসময় রেজিষ্টেশনবিহীন ও বিভিন্ন ত্রুটির কারণে ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মনির হোসেন জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮র বিভিন্ন ধারায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে কাজপত্রের বিভিন্ন ত্রুটি থাকায় ৫টি মটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা ও রেজিষ্টেশন বিহীন সহ অনান্য ত্রুটির কারণে আনুমানিক ২৫ টি মটরসাইকেল আটক করা হয়।মোটরসাইকেল দর্শনা থানা হেফাজতে আছে।

ব্যস্ত সময় পার করছে

দামুড়হুদার প্রতিমা তৈরির মৃৎশিল্পীরা

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সর্ব বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে এখনও ১৯ দিন বাকী থাকলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দরজায় কড়া নাড়ছে দেবী-দুর্গার আগমনী বার্তা।

ইতোমধ্যেই দামুড়হুদা উপজেলায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কারিগররা ব্যস্ত সময় পার করছে। মণ্ডপের সাজসজ্জাসহ সার্বিক প্রস্তুতি দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছেন আয়োজক ও পূজা উদযাপন কমিটি। আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। দামুড়হুদা উপজেলায় এবছরে ২২টি মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা বসবে। তারই সাজসজ্জায় ব্যস্ত আয়োজকরা। শারদীয় উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়,কারিগররা কাদা-মাটি, খড়-কাঠ সংগ্রহ থেকে শুরু করে, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকাল থেকে রাত অবধি চলছে এই কার্যক্রম।এখন শারদীয় দুর্গোৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা।এ উৎসবকে ঘিরে উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝে দেখা দিয়েছে কর্ম ব্যস্ততা।দিন রাত কাজ করে শিল্পীদের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। যেন দম ফেলার সময় নেই কারিগরদের। তবে রং, তুলির ও সাজসজ্জার দাম বেশি হওয়া ও প্রতিমা বানানোর মজুরি কম পাওয়ায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে তাদের মধ্যে।

প্রতিমা শিল্পী শ্রী কৃষ্ণ গৌস্বামী বলেন,আমি ২৫ বছর যাবত প্রতিমা বানায়। দুর্গা প্রতিমা ছাড়াও সকল ধরনের প্রতিমা বানিয়ে থাকি এইবার আমি চার টা প্রতিমার কাজ করতেছি। বিশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকায় কন্টাক্টে আমার সাথে তিন জন হেলপার আছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক আনন্দ ঘোষ বলেন, এবার অনেক বড় করে পূজা করা হচ্ছে। মহাভারতের কিছু দৃশ্য রাখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ২২টি প্রতিমা গড়া হচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব সঞ্জয় হালদার

জানান, এ বছর অনেক সাড়ম্বরে পূজা উদযাপন করা হবে। মূর্তি গড়ার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কিছুদিন পর থেকেই রংয়ের কাজ শুরু হবে। দশভূজা দেবী দুর্গা এবার আসছেন ঘোড়ায় চড়ে। আর ফিরে যাবেন নৌকায়। পূজাকে কেন্দ্র করে তাই সর্বত্রই চলছে সাজ সাজ রব।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম বলেন, পূজা মন্ডপ গুলোতে সর্বাত্মক সতর্কতা মূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে, সুষ্ট ভাবে যেন পূজা উদযাপিত হয় সে লক্ষে জনপ্রতিনিধি সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করছি, পুলিশ প্রশাসনকে বলা আছে যাতে সতর্ক থাকে, কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে।

দামুড়হুদার বোয়ালমারীতে সড়ক দূর্ঘটনায় চালক নিহত

দামুড়হুদার দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে নাটুদার বোয়ালমারী ফকির পাড়ায় আলমসাধু উল্টে রমযান আলী (৫৮) নামের চালকের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়কের নাটুদার বোয়ালমারী ফকির পাড়ার মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রমযান আলী উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সদাবরী গ্রামের পশ্চিমপাড়ার নাজের আলীর ছেলে ।

জানা গেছে, নিহত রমযান আলী মিস্ত্রি প্রতিদিনের ন্যায় সকালে টিউবওয়েল পোতার জন্য নিজ বাড়িহতে সকালে মেহেরপুরের থানা গাংনীতে কাজ করার জন্য ৭জন লেবার নিয়ে যাবার সময় দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের নাটুদার বোয়ালমারী ফকির পাড়ার নিকট পৌছালে আলমসাধু চালক

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এসময় চালক রমযান আলী গুরুতর আহত হয়, স্থানীয় লোকজন ছুটে গিয়ে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে ভর্তি করেন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা ১১টার দিকে রমযান আলী মারা যায়।

.

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আলমসাধু উল্টে রমজান আলী নামের একজন মারা গেছে, কারো কোন অভিযোগ নেয়, এই মুহূর্তে লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আছে।

দর্শনায় থানা যুবদলের পরিচিতি সভা

দর্শনা থানা যুবদলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে চারটার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর শাপলা পার্কে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এ পরিচিতি সভা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য খাজা আবুল হাসনাত। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুর রসীদ ঝন্টু বলেন, সময় এসেছে গনতন্ত্র পুনঃউদ্ধারে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ডাকে সকল আন্দোলনে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের তৃনমূল পর্যায়ের সকল নেতাকর্মীদের শতভাগ উপস্থিতি থেকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা শ্রমিকদলের শফিকুল ইসলাম সাবু, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারসাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মেদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন খেদু, শরিফ উদ্দিন, রেজাউল ইসলাম,লুতফর রহমান,খাইরুল আলম,আসলাম উদ্দিন, থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক

দর্শনা পৌর যুবদলের আহবায়ক ফারুক হোসেন,সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, সেচ্ছাসেবকদলের মজনু শাহ, ছাত্রদলের পলাশ,মুফা,সুজন,রাজ,ছাইদুর, ডাবলু, আঃ হাই,জাকির হোসেন, মামুন, শাহারুল প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন থানা যুবদলের সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান মিলন।

জাতীয় নিরাপত্তা সেলের প্রধান নির্বাহীর সাথে চুয়াডাঙ্গা চেম্বারস নেতৃবৃন্দের সাক্ষাত

আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর শহীদুল (বিপিএম(বার)পিপিএম’ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স এর নেতৃবৃন্দ।

গতকাল বেলা ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা কলেজপাড়ায় মীর শহিদুল ইসলামের নিজ বাড়ীতে চেম্বার নেতৃবৃন্দ তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ইয়াকুব আলী মালিক,সিনিয়র সহ-সভাপতি সাহরিন মাালিক,সহ-সভাপতি মঞ্জুরুল আলম লার্জ,পরিচালক তসলিম আরিফ বাবু,আরিফ হোসেন জোয়ার্দার সোনা,কামরুল ইসলাম হীরা,সালাউদ্দিন মিঠু,সদস্য শিশির ইসলাম,আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি শাহ আলম মন্টু,সম্পাদক হামিদুল আজম,ঠিকাদার, আহসান উল্লাহ, জয়নাল আবেদীন ক্যাপ, চেম্বারের সচিব খাইরুল ইসলাম,,মহনা বন্ধু সমিতির সম্পাদক শামসুজ্জোহা শাবু প্রমুখ ।

উল্লেখ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা- ৪৯ অনুযায়ী মীর শহীদুল ইসলামকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর অথবা যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে গত রোববার আদেশ জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

নিয়োগ পাওয়ার পর মীর শহিদুল ইসলাম তার নিজ বাড়ী আলমডাঙ্গায় স্বজনদের সাথে দেখা করতে আসেন।

আলমডাঙ্গায় বউ না আসায় অভিমানে যুবকের আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার তিয়রবিলায় নিখোঁজের তিনদিন পর যুবকের ঝুঁ◌ঁলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫ টার দিকে স্থানীয়রা মাঠে ঘাস কাটতে গেলে অর্ধগলিত ঝুঁলন্ত লাশ দেখতে পায়।

স্থানীয় তিয়রবিলা ফাঁড়িপুলিশকে খবর দিলে যুবকের ঝুঁলন্ত লাশ উদ্ধার করে। নিহত যুবক তরিকুল ইসলাম (২০) তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে। খবর পেয়ে গতকাল শুক্রবার রাতে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লাল, আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম, পরিদর্শক ওসি (অপারেশন) একরামুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম (২০)। গত ১ মাস পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর সম্ভুপুর গ্রামের অন্তরার সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়।

বিবাহের ফিরিনি শেষে তরিকুল বাড়িতে ফিরে আসে। পরবর্তীতে তার স্ত্রীকে আনতে গেলে সে আসবে না বলে ফিরিয়ে দেয়। পূণরায় তরিকুলের পিতা আবারো তার ছেলের বউকে আনতে গেলে সে আসবে বলে জানায়।

বউ আসবে না এমন ক্ষোভে গত ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করার অজুহাতে বাড়ি থেকে বের হয় তরিকুল।সে রাতে বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন চারিদিকে খোঁজ করতে থাকে।

গত ৩ দিন পার হলেও তরিকুলের খোঁজ মেলেনি। শুক্রবার বিকেল ৫ টায় তিয়রবিলা গ্রামের প্রতিবেশী আব্দুল আজিজ মাঠে ঘাস কাটতে যায়। এসময় আজিজ ভাটুই নদীর পাশে পৌছালে দুর্গন্ধ পেতে থাকে। হঠাৎ সে

ভাটুই নদীর পাশের তেঁতুল গাছে অর্ধগলিত যুবকের মরদেহটি দেখতে পায়। তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে লাশ সনাক্তের চেষ্টা করে।

লাশ কেউ চিনতে না পারায় তরিকুলের মা লাশটি দেখে তার ছেলে বলে দাবি করে নিশ্চিত করে। খবর পেয়ে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশ উদ্ধার করে। গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টায় সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক বিয়ে কেন্দ্রীক অভিমানে আত্নহত্যার ঘটনা হতে পারে। তদন্ত অনুযায়ী ঘটনার আসল কারণ জানাযাবে।

দর্শনা কেরু ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট পরিদর্শন করলেন বিমান ও পর্যটক মন্ত্রণালয়ের সচিব

দর্শনা কেরু ও আন্তজার্তিক চেকপোস্ট দর্শনা পরিদর্শন করেছেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটক সচিবসহ তিন সদস্যর একটি প্রতিনিধি দল।

গতকাল শুক্রবার বিকালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটক সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনসহ তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কেরুর ডিস্টিলারি বিভাগ ও দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন।

পুলিশ জানায় ঐদিন বিকাল সাড়ে চারটার দিকে প্রতিনিধিদল সরাসরি কেরুর লাভ জনক প্রতিস্ঠান ডিস্টিলারির বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখার পর দর্শনা চেক পোস্টে যান।পরিদর্শন শেষে বিকাল পাঁচটার দিকে মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে দর্শনা ত্যাগ করেন।

এ সময় অতিরিক্ত সচিব ও বিটিভি সিও আবু তাহের মোহাম্মদ

জাবের,পর্যটক চেয়ারম্যান আলি কদর,চুয়াডাঙা জেলা প্রশাসক মোঃ আমিনুল ইসলাম খান চুয়াডাঙ্গার নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট তারিকুজ্জামান, কেরু এ্যান্ড কোম্পানির এম ডি মোঃ মোশারফ হোসেন, মহা ব্যাবস্হাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, মহা ব্যা্বস্হাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম, দর্শনা থানার ওসি এ এইচ এম লুৎফুল কবির উপস্হিত ছিলেন ও দর্শনা চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ইনচার্জ আবু নাইম।

দামুড়হুদাতে মোবাইল আসক্ত সন্তান, দিশেহারা অভিভাবকরা

করোনা মহামারির কারণে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিন ধরে চলছে অনলাইনে লেখাপড়া। ওই সুযোগে অভিভাবকের উদাসীনতায় অনলাইনের অবাধ ব্যবহারে উঠতি বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রি ফায়ার বা পাবজি নামক গেম আসক্তিতে।

এসব গেম যুব সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় ধীরে ধীরে তাদের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যয়বহুল এই গেমস হয়ে উঠেছে বই বিমুখ ছাত্রদের অবসর বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু।

এখন অভিভাবকদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ধরনের গেমে আসক্তদের খাওয়া-ঘুম তো নেই-ই বরং তাদের সময় নেই কারোর সঙ্গে গল্প বা কথা বলার। এভাবে দিন দিন বর্তমান যুব সমাজের তরুণ তরণীরা প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে।

এসব খেলার এক একটা চরিত্র কিনতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় তাদের। এই অর্থ তারা কোথা থেকে সংগ্রহ করে তা নিয়েও আতঙ্কিত অনেক অভিভাবক।

ছোট বাচ্চারা বাবা-মার কাছে জেদ ধরে টাকা আদায় করে। না দিলে আত্মহত্যার ঘটনা পর্যন্ত ঘটাচ্ছে হরহামেশাই। মায়ের সঙ্গে অনেকের বাগবিতন্ডার জেরে মারামারি বা অন্য ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, ‘অনেক ছেলে-মেয়েরা অনলাইন

ক্লাসের নাম করে নতুন মোবাইল কিনেছে। কিন্তু ক্লাসে তাদের বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। ’

একজন কলেজ শিক্ষক বলেন, এভাবে চলতে দেওয়াটা ভালো ফল বয়ে আনবে না। দেশ, সমাজ, জাতি অতিদ্রত ধ্বংসের কবলে পড়তে যাচ্ছে। ব্লু- হোয়েলের মতো ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ার আগেই এই খেলা বন্ধ করা দরকার। সরকারের উচিত এই ব্যাপারেটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা।

আরিফুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক বলেন, অনেক সময় পিতামাতা বা অভিভাবকদের উদাসীনতায় এব তাদের প্রতি খেয়াল না রাখায় সন্তানেরা ঝরে পড়ছে।

তিনি বলেন, দামুড়হুদায় ইদানীং নিজেরা একটু ফ্রি থাকার জন্য, সন্তানদের শাষণ-বারণ ভুলে গিয়ে পিতামাতা তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্ট ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি।

রাসেল আহম্মেদ নামের এক শিক্ষক বলেন, বাচ্চারা এখন ফ্রি-ফায়ার, পাবজি’র মত গেইম খেলে। অনেক বাবা-মা তার সন্তানকে নিয়ে সাফাই গেয়ে বলেন, ছেলেটা মোবাইল হাতে না দিলে কিছুই খায়না। তাই বাচ্চারা এখন স্মার্ট ফোনে ফ্রি-ফায়ার অথবা মোটু-পাতলু,কার্টুন নিয়ে ব্যাস্ত। ভার্চুয়াল জগৎ অপ্রাপ্তবয়সের একটা শ্রেণীকে একেবারেই গ্রাস করে ফেলেছে।

ক্রিকেট ফুটবল খেলার মাঠগুলো এখন খা খা করছে। কোন খেলোয়াড় নেই। খেলার মাঠগুলো’র চাইতে বাঁশবাগান, কলাবাগান আর ঝোপঝাড়ের মধ্যো শিশু-কিশোরদের ভিড় বেশি লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে এ যেন মূল্যবোধ এর চরম অবক্ষয় পরিশেষে পিতামাতা,পরিবার,সরকার এবং প্রশাসন এর উচিত এই অবক্ষয়ের দিকে জোর নজরদারী করা এবং সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই বিষয়ে জয়রামপুর গ্রামের আজাদ আলী বলেন, আমার ছেলে রাত দিন ২৪ ঘন্টা মোবাইল গেমস নিয়ে পড়ে থাকে। এজন্য তাকে অনেক মারধর করেছি। তাতে কোনো লাভ হয়নি। কিছু বলতে গেলে বাড়ি থেকে চলে যায়। তিনি আরো বলেন আপনারা সাংবাদিক প্রশাসনের বলে একটু ভয়ভীতি দেখিয়ে ভালো করার ব্যবস্থা করেন।

জয়রামপুর কাঁঠাল তলার অভিভাবক আব্দুল সামাদ বলেন, আমার ছেলে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। বর্তমানে সে আর স্কুলে যায় না। সব সময় মোবাইলে গেমস খেলা নিয়ে পড়ে থাকে। কিছু বললে সে এখন আত্মহত্যার

হুমকি দেই। এখন এই ভয়ে আর কিছু বলতে পারিনা।

এই বিষয়ে ডুগডুগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষক আকবর আলি বলেন, আমার কাছে অনেক জন ফ্রি ফায়ার পাবজি গেমস খেলার বিষয়ে বলেছে। আমি স্কুলে যাওয়ার পথেও আমার স্কুলের ছেলেরা রাস্তার ধারে বসে খেলা করতে দেখেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী আইন শৃঙ্খলা মিটিং এ এই বিষয়ে উপস্থাপনা করবো। এছাড়া আমার বিদ্যালয়ের মা সমাবেশ অনুষ্ঠানেও সকল অভিভাবকদের এই বিষয়ে আলোচনা করবো।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে মাদক সেবনকারী আসাদ আটক

দামুড়হুদার ছোটদুধপাতিলা গ্রামে থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামান আসাদ(৫০) নামের এক মাদক সেবনকারীকে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে তাকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় ডুগডুগির রাজু ও দর্শনার আলিহীম। একই সময় ডুগডুগি মাঠে জুয়া খেলারত জুয়াড়িরাও পালিয়ে যায়।

থানা পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নির্দেশনায় থানার এসআই আল মামুন, এসআই সোয়াদ বিন মোবারক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর অবস্থান নেন। এসময় মাঠ থেকে মাদকদ্রব্য সেবনের পর রাস্তার উপর উঠার সময় পুলিশের উপস্থিতি দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর গ্রামের মৃত ফকির চাঁদ মল্লিকের ছেলে ভূষিমাল ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান আসাদ (৫০)।

পুলিশ তার পিছে পিছে ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন। পরে মাদকদ্রব্য

সেবনের কথা অকপটে স্বীকার করলে পুলিশ তাকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন। পরে মাদকের আলামত সনাক্তকরণে নেওয়া হয় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তাকে রেফার্ড করেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সেখানকার কর্মরত চিকিৎসকের মাধ্যমে আসাদুজ্জামান আসাদের ড্রোপ টেস্ট শেষ করে আবারও নেয়া হয় দামুড়হুদা থানায়।

এদিকে, স্থানীয়রা ও নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন জুয়াড়ি বলেছেন, আসাদুজ্জামান আসাদ গতকালই না প্রতিনিয়তই জুয়া খেলতে আসে ডুগডুগি ও ছোটদুধপাতিলা মাঠে। সেখানে জুয়ার আসর বসার আগেই নিয়মিত বসে মাদকের আসর। মাদকদ্রব্য সেবনের পর বিভিন্ন এলাকা থেকে জুয়াড়ীদের আগমনে জমে উঠে জুয়ার আসর। ওই এলাকার জুয়া ও মাদকের আসরের নেতৃত্বদেন ডুগডুগি গ্রামের রাজু, দর্শনার আলিহীম।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এসময় ডুগডুগি মাঠ থেকে মাদকাসক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর থেকে আসাদুজ্জামান আসাদ কে আটক করা হয়। আটকের পর তাকে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসে নিয়ে তার ড্রোপ ট্রেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। রিপোর্ট পেলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গাপৃজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে দামুড়হুদা শ্রী শ্রী মাতৃ মন্দির কমিটির আয়োজনে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দিক

নির্দেশনা মূলক বিষয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়।

উক্ত মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা কমিটির সভাপতি শ্রী আনন্দ ঘোষের সভাপতিত্বে উক্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি জগবন্ধু ধর, শ্রী শান্তিপদ বিশ্বাস, সঞ্জয় হালদার শোভন দাস,নারায়ন চন্দ্র পাল,বিকাশ কুমার বিশ্বাস,মত বিনিময় সভায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।